স্বাগত ভাষণ

জ্যোতি প্রকাশ দত্ত*

সম্মানিত সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, সম্মানিত প্রধান অতিথি বাংলাদেশের প্রতিথযশা অর্থনীতিবিদ প্রফেসর মোশাররফ হোসেন, ঢাকা থেকে আগত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কর্মকর্তা, আমন্ত্রিত অতিথি, শিক্ষক, সহকর্মী, সাংবাদিক ও প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'আঞ্চলিক সহযোগিতা, সরকারি ব্যয় সংস্কার ও শিল্পায়ন' শীর্ষক আজকের দিনব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য সেমিনারে অর্থনীতি বিভাগের পক্ষ থেকে এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,

মাত্র আট দিন আগে আমারা পালন করলাম মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের দ্বাত্রিংশত্তম বার্ষিকী। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর কাছে এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতার ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনা থাকলেও আপামর বাঙ্গালির কাছে স্বাধীনতার অর্থ ছিল এক ও অভিন্ন। আর তাহলো, বেঁচে থাকার ন্যূনতম আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক গ্যারান্টি। অথচ স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ বত্রিশ বছর পর আজ যদি আমরা এই ন্যূনতম আকাঙ্ক্ষা ও প্রকৃত প্রাপ্তির খতিয়ানের দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে গভীর হতাশার সাথে লক্ষ্য করি যে সেই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে আমরা দুঃখজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছি। বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের ৫০ শতাংশ মানুষ আজ যে কোন মানদন্ডে দরিদ্র। অতি সম্প্রতি ঢাকায় প্রকাশিত বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর রিপোর্টে বাংলাদেশের কমপক্ষে দুই কোটি মানুষের খাদ্য-নিরাপত্তাহীনতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের ৫ শতাংশ মানুষ আজ মোট সম্পদের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশের মালিক।

দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতি ও রাজনীতির নষ্ট বাতাবরণে এই বৈষম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর মূল ব্যাখ্যা যদি নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজের ভাষায় 'বাজার অন্ধত্ব' হয় তাহলে প্রশ্ন তোলা যায়, বাজার ব্যবস্থার কি অবসান হওয়া উচিত নয়? নোবেল বিজয়ীরা সাধারণত বাজার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই রকম শক্ত অবস্থান নেন না বরং বাজার সংস্কারের কথা বলেন যেখানে সামাজিক খাত সমূহে রাষ্ট্রের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। নোবেল বিজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্তা সেনও জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক (অর্থাৎ বাজার) ব্যবস্থার কথা বলেন যেখানে প্রতিটা মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা

* সভাপতি, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ভোগ করার মাধ্যমে সুপ্ত সৃজনশীলতাকে বিকশিত করতে পারে। কিন্তু বাজার সংস্কারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এটা কি প্রমাণ করে না যে নিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থাও আমাদের মত অনুন্নত অর্থনীতিতে খুব বেশি আশাপ্রদ ফল বয়ে আনতে পারে না? যদি তা না পারে, তাহলে এই মর্মে আরও প্রশ্ন তোলা যায় যে দরিদ্রদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু না করে কেবল নিয়ন্ত্রিত বাজার বা জবাবদিহিমুলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কি দারিদ্র বিমোচন আদৌ সম্ভব? যে ব্যবস্থায় শিল্পে বিনিয়োগের চেয়ে নির্বাচনে বিনিয়োগের expected rate of return অনেক বেশী, যে ব্যবস্থায় ২০ টাকা কেজি আলুর দামের মাত্র ২০ শতাংশ কৃষকের পকেটে যায় আর বাকি ৮০ শতাংশ যায় দামসন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের পকেটে, যে ব্যবস্থায় ২,০০,০০০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্যের ৭৫ শতাংশ লোপাট হয়ে যায়, সেই ব্যবস্থায় আর যাই হোক দারিদ্রায়ন বা ভিক্ষুকায়ান বা নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ করার চিন্তা করা কল্পনা বিলাস মাত্র।

শ্রদ্ধেয় সুধীবৃন্দ,

আজকের সেমিনারের আলোচ্য বিষয়গুলো উল্লিখিত সমস্যার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত না হলেও বাংলাদেশের অর্থনীতির কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত করতে সক্ষম হবে বলে আমি মনে কির। আজকাল পৃথিবীর প্রায় প্রতিটা দেশ এক বা একাধিক দেশের সাথে কোন না কোনভাবে আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়ন প্রচেস্টা অব্যাহত রাখতে চায়। দক্ষিণ এশিয়া পৃথিবীর দরিদ্র অঞ্চল সমূহের মধ্যে দরিদ্রতম। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী 'South Asia has the lowest GNI per capita ($ 450) and some of the highest levels of child malnutrition in the world with 53 percent of children below the standards for weight by age. It has the highest rate of youth illiteracy -24% for males and 41% for females and, at 34%, the lowest rate of access to sanitation facilities. The economy, which grw by 5.5% a year in the last decade, in large part to growth in India, depends more heavily on agricuylture than any other region. With only about 5 personal computers per 1000 people, South Asia lags behind other regions in access to information and communication technology.' (Source: 2003 World Development Indicatiors Database, World Bank, 13 April, 2003.)

এমতাবস্থায় দক্ষিণ এশীয় দেশ সমূহের মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। তবে এই মুহূর্তে তার রকম কি হবে সেটা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার অবকাশ আছে।

বাংলাদেশে সরকারি ব্যয়ের সুষ্ঠু নীতিমালা ও স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগ দীর্ঘ দিনের। আমাদের মতো সম্পদ-অপ্রতুল অর্থনীতিতে এটা নিঃসন্দেহে গোদের উপর বিষফোঁড়ার শামিল। আজকের সেমিনারে সরকারি ব্যয় সংস্কার সম্পর্কিত আলোচনা আমাদের এ বিষয়ে আরো আলোকিত করবে নিঃসন্দেহে।

বিগত তিন দশকে আমরা শিল্পায়নের ক্ষেতেও খুব বেশি এগুতে পারিনি। মোট জাতীয় আয়ে এ খাতের অবদান ১৫ শতাংশের বেশি নয়। প্রবৃদ্ধির হারও কোনদিন double digit অতিক্রম করতে পারেনি। কি ধরনের policy environment এ শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যায়, আজকের সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহ এ ব্যাপারে সঠিক দিক নির্দেশনা দেবে বলে আমি মনে করি।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

সেমিনারের পরবর্তী তিনটা কর্ম অধিবেশনে উপস্থিত থেকে এবং মুক্ত আলোচনায় আপনাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করে আমাদের উৎসাতি ও সমৃদ্ধ করবেন, এই আমাদের একান্ত কামনা। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা যাদের জন্যে মূলত এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে, তারা যাতে উপকৃত হতে পারে সে ব্যাপারে সবার একান্ত সহযোগিতা কামনা করছি।

পরিশেষে আপনাদের সবার প্রতি আবারও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার স্বাগত বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

সবাইকে ধন্যবাদ।